অধ্যায়-তৃতীয়
গৃহে রোগীর শুশ্রষা

জ্ঞানমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। পথ্য কী?

উত্তরঃ অসুস্থ অবস্থায় রোগীর বিশেষ চাহিদা অনুসারে তাকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাই পথ্য।

প্রশ্ন : ২। সদ্যজাত শিশুর নাড়ির স্পন্দনের হার কত?

উত্তরঃ সদ্যজাত শিশুর নাড়ির স্পন্দনের হার ১৩০-১৪০ বার।

প্রশ্ন : ৩। রোগীর কক্ষ কেমন হওয়া উচিত।

উত্তরঃ রোগীর কক্ষ খোলামেলা ও ছিমছাম হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ৪। শরীরেরতাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম কী?

উত্তরঃ শরীরের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম থার্মোমিটার।

প্রশ্ন : ৫। শিশু ও বয়স্ক রোগীরা কোনধরনের খাবার সহজে হজম করতে পারে।

উত্তরঃ মিশু ও বয়স্ক রোগীরা কম মসলা দিয়ে খুব নরম করাখাবার সহজে হজম করতে পারে।

প্রশ্ন : ৬। কোথায় নাড়ির অবিরাম স্পন্দন হয়?

উত্তরঃ হাতের কব্জিতে নাড়ির অবিরাম স্পন্দন হয়।

প্রশ্ন : ৭। থার্মোমিটারের গায়ে এক কত ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে।

উত্তরঃ থার্মোমিটারের গায়ে ৯৮,৪০ ডিগ্রি থেকে ১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে।

প্রশ্ন : ৮। জ্বর হলে কী রকম খাবার দিতে হবে।

উত্তরঃ জ্বর হলে ক্যালরিবহুল সহজপাচ্য খাবার দিতে হবে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন : ১। কোনো ব্যক্তি অসুস্ত হলে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া অসুস্থ হলে দেহের সঙ্গে মনও দুর্বল হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় সে তার নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে না। তাই এ সময় অসুস্থ ব্যক্তির বিশেষ যত্ন নেওয়ার দরকার হয়।

প্রশ্ন : ২। বিভিন্ন রোগের পুষ্টি উপাদান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ রোগবিশেষ কখনও কোনো কোনো পুষ্টি উপাদান নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজন পড়ে। যেমন বেশি জ্বরে ভুগলে ক্যালরিবহুল ও সহজপাচ্য খাবার বেশি দিতেহবে। কিডনি রোগে প্রোটিনের পরিমাণ কমাতে হয়।

প্রশ্ন : ৩। সব রোগের একই রকম পথ্য হয় নাকেন?

উত্তরঃ রোগরি বয়স প্রকৃতি ও রোগের তীব্রতা অনুযায়ী রোগীর পথ্য ভিন্ন হয়। রোগীর পরিপাক ও রুচি অনুসারে সুষম পথ্যের ব্যবস্থা করলে রোগী সহজেই রোগমুক্ত হতে পারে। তাই সব রোগের পথ্য একই রকম হয় না।

প্রশ্ন : ৪। গীর শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে কেন?

উত্তরঃ রোগীর শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে না রাখলে রোগ সহজে সারবে না এতে আর বেশি রোগে আক্রন্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া শরীর মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসলে তার কাছে কেউ আসবে না। তাই রোগীর শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রশ্ন : ৫। অসুস্থ ব্যক্তির পোশাক পরিচ্ছন্ন কেমন হবে।

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তির শরীরিক কর্মক্ষমতা কমে যায। তাই এই সময় তার জন্য ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাক নির্বাচন করতে হবে। তাকে হালকা রঙের সুতির পোশাক পরাতে হবে।

প্রশ্ন : ৬। রোগীর প্রয়োজনীয সরঞ্জামাদির কীভাবে যত্ন নিতে হবে।

উত্তরঃ রোগীর ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছন্ন সরঞ্জামাদি সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে। রোগীর ব্যবহৃত লেপ তোষক কম্বল মাঝে কড়া রোদে দিতে হবে। এছাড়া বিছানার চাদর বালিশেকভার মশারি তোয়ালে ইত্যাদি প্রতিদিন ধুয়ে পরিস্কার করতে হবে।